আড্ডা .... যায় যায় মাস ...

নজমুস সাকিব

নোটিশ ঃ আড্ডা প্রবাসী বাঙালী জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্দ্য অংগ। রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, এমন কিছু নেই যেটা আলোচনা হয় না আড্ডায়। জ্ঞানগর্ভ তথ্য ও মতামতের সাথে অনুমান ও আবেগভিত্তিক তথ্য ও মতামতের ছড়াছড়ি থাকে সেখানে। জীবনের এই জলছবিকে ধরার জন্যে বর্তমান ধারাবাহিক গল্পের অবতারণা। এর চরিত্রগুলো কাল্পনিক। চরিত্রগুলোর মতামত সাধারণ মানুষের মতামত– পণ্ডিতের গবেষণালব্ধ মতামত নয়। ফলে সময়ের সাথে সাথে ভুল ও সঠিক তথ্যপ্রবাহ কিংবা প্রপাগাণ্ডার প্রভাবে গল্পের চরিত্রগুলোর মতামত বদলায়, যেমন বদলায় জীবনের রং।

রোববার ভোরে ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিলো না নীরার। গতকাল রাতে পার্টি থেকে অনেক দেরীতে ফিরেছে সে। মেয়ে দুটোও খুব টায়ার্ড। বেলা প্রায় দশটা, এখনও বেঘোরে ঘুমুচ্ছে ওরা। পার্টিতে আড্ডা এত জমে উঠেছিলো যে নীরার রাইড দাতা জালাল ভাই কিছুতেই উঠতে চাচ্ছিলেন না। নীরা ড্রাইভ করে না, তাই যার সাথে রাইড নিয়ে পার্টিতে যায়, তার উপর নির্ভর করে সে কখন ঘরে ফিরবে। কানাডায় উনিশ বছর ধরে আছেন জালাল ভাই; সরকারী চাকুরীর ফাঁকে বাংলা কবিতা টবিতাও লিখেন। তবে নীরার মনে হয় তিনি সবচেয়ে বেশী মজা পান তর্ক করতে। গতকাল ছিল মিজান ভাই আর মিলু ভাবীর একমাত্র মেয়ের প্রথম জন্মদিন উপলক্ষে বিশাল পার্টি। আমেরিকা থেকে মিজান ভাইএর এক বন্ধু এসেছিলেন ঐ পার্টিতে। নাম নাসের, - লস এঞ্জেলেসের একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর মালিক। তার সাথেই জালালভাই তর্কে জড়িয়ে পড়ায় নীরার ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেলো।

নাসের সাহেবকে নীরাদের টেবিলে নিয়ে এসেছিলেন মিলু ভাবী। নজরুলভক্ত নাসের সাহেব মিলু ভাবীর বাসায় একটা পুরনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভিডিওতে নীরার গাওয়া নজরুলগীতি শুনে নীরার সাথে পরিচিত হতে চান। পার্টির তদারকিতে ভীষণরকমে ব্যস্ত মিলু ভাবী নাসের সাহেবকে নিয়ে অনেকটা যেন দৌড়েই এলেন নীরাদের টেবিলে। পরিচয় করিয়ে দিলেন - "এই যে আমাদের মনট্রিলের ফিরোজা বেগম।" নীরা কিছু বলার আগেই সোমা এসে অনেকটা ছোঁ মেরে নিয়ে গেল মিলু ভাবীকে - পার্টির কিছু একটা কাজ সামাল দেবার জন্যে।

"আপনার গলা কিন্তু সত্যি অপূর্ব", নাসের সাহেবের গলায় অকুণ্ঠ প্রশংসা।

নীরা লজ্জায় আরক্তিম হয়ে বললো - "আমার নাম কিন্তু নীরা। আর ইনি হচ্ছেন জালাল ভাবী, আর এই হচ্ছেন জালাল ভাই।" জালাল ভাই হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করে বললেন - "বসুন"। নাসের সাহেব একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ঐ টেবিলে বসা সবার সাথে পরিচয় করে নিলেন। জালাল ভাই পুরনো তর্কে ফিরে গিয়ে বললেন - "দেখুন মতিন সাহেব, যেটা বলছিলাম আর কি, ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। এই বাংগালী জাতি যেখানেই যাক না কেন, মারামারি কামড়াকামড়ি লেগে থাকবেই। সেটা কানাডা বলুন, আর আমেরিকা বলুন। উনিশ বছর ধরে দেখছি ত'।"

মতিন ভাই একমত হয়ে বললেন - "আমি ত' প্রথমে এসে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম - বিশেষ করে শিক্ষিতদের মধ্যে এরকম দলাদলি দেখে। আট দশ বছর এদেশে থেকেও এরা কেন সুসভ্য হতে পারিনি।"

কামাল শে-ষ করে বললো -সাধে কি আর কবিগুরু বলেছিলেন - 'সাতকোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী/ রেখেছো বাঙালি করে, মানুষ করো নি'। নুরুন্নবী ভাই কথা বলেন কম। তিনি রবিঠাকুরকে পছন্দ করেন না। বললেন - "রবিঠাকুরের উচিত হয়নি নিজের জাতিকে এভাবে গালি দেয়া। আমাদের আসল সমস্যা হচেছ আমাদের সবার নেতা হবার সখ।"

নীলিম ভাবী খুবই অভিজাত ও শিক্ষিত ঘরের মেয়ে। নুরুন্নবী ভাইএর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নীলিম ভাবী বললেন -"যদু মধু সদু সবাই নেতৃত্ব চায়, কর্তৃত্ব চায়, পদবী চায়। দেশের সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস (hierarchy) টা এদেশে এসে ভেংগে পড়ায় এখানে সবাই আভিজাত্যের দাবীদার - সেই চাহিদা মেটানোর জন্য দল পাকিয়ে, গোপন মিটিং করে, চালাকি করে, অস্বচ্ছ পথে একটা এসোসিয়েশন করে এরা পদবী চায়। ভাবে, এতেই বুঝি তাদের সামাজিক সম্মান বাড়বে।" নীলিম ভাবীর চোখেমুখে ফুটে উঠলো স্পষ্ট ভর্ৎসনা।

জালাল ভাই উত্তরে বললেন - "সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যখন গণতান্ত্রিক ও স্বচ্ছ পদ্ধতির কথা আসে, তখন দেখা যায় যে আমাদের উচ্চশিক্ষিত, নিম্নশিক্ষিত, অশিক্ষিত সবাই সমান। স্বচ্ছ পদ্ধতির বদলে গোপন সভা, এডহক কমিটি, মিথ্যা প্রচার, দলাদলি ইত্যাদিতে কেউ কারো চেয়ে কম যান না"। জালাল ভাই থামলেন, অনেকটা বিচারকরা যেমন রায় দেয় সেই ভাবে। একটা আত্মতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো তার চোখেমুখে। কেউ তার মতামতকে চ্যালেঞ্জ করেনি আজ। তিনি সবসময় বলে বেড়ান বাঙালীরা কোনদিনও বিদেশে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না। উনিশ বছরের অভিজ্ঞতা সে কি আর ভুল হতে পারে! কিন্তু নীরার কাছে এরকম হতাশাবাদ কখনও গ্রহণযোগ্য নয়। হয়ত' কিছুটা মামুনের প্রভাবেই সে সবসময় একটা সমাধান খুঁজে, চায় দেখতে একটা আশার আলো।

নীরা মৃদ্যু আপত্তির সুরে বললো - "কিন্তু জালাল ভাই, এরকম ত' আর সবসময় চলতে পারে না। এদেশে আমরা যদি নিজেদের জন্য বা দ্বিতীয় প্রজন্মের জন্য কিছু করতে চাই, তাহলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ না হয়ে কি উপায় আছে?"

জালাল ভাই কিছুটা তাচ্ছিল্যের সুরে উত্তর দিলেন -"তুমি ত' মাত্র একবছর হয় এসেছো উত্তর আমেরিকায়, আরো কয়দিন থাকো, তা'হলে বুঝতে পারবে বাঙালীরা কত ছোটলোকের জাতি। ডিগ্রীধারী পুরুষ বা মহিলাদের ঈর্ষা, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা দেখলে অবাক হয়ে যাবে। জানো বোধহয়, পরশ্রীকাতরতা শব্দটির কোন ইংলিশ নেই, কেননা ওটা কি জিনিষ এদেশীয়রা জানে না। অন্যের ভালোতে কাতর হয়ে পড়া এটা মনে হয় বাঙালী ছাড়া আর কেউ জানে না। উনিশ বছর ত' দেখলাম, আমার আগেও এরকম অনেকেই হয়ত' আরো উনিশ বছর দেখেছেন; পরেও তোমরা দেখবে, বাঙালীর এহেন অবস্হার উনিশ বিশ হবে না।" জালাল ভাইর গলায় গভীর হতাশা।

নাসের সাহেব এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবারে একট নড়ে চড়ে বসলেন। খুব নরম সুরে বললেন -" যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে পারি আমেরিকায় আমার বিশ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে। "

জালাল ভাই বললেন - "অবশ্যই, বলুন"। কিন্তু মনে মনে ভাবলেন এই আমন্ত্রিত মিঃ আমেরিকা নতুন আর কি শুনাবেন। তর্কে নিশ্চিত জয় জেনে তার ঠোঁটের কোণায় ফুটে উঠল একটি আত্মপ্রসাদের হাসি। তিনিও একটু নড়ে চড়ে বসলেন।

নাসের সাহেব কথা বলেন খুব ধীরে ধীরে। তার চেহারায় ও বেশভূষায় স্পষ্ট আভিজাত্যের ও ব্যক্তিত্বের ছাপ। নীলিম ভাবীর চোখের দিকে তাকিয়ে নীরা যেন তার এই ধারণার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি পেলো। নাসের সাহেব বললেন-

" আপনারা যা বললেন তার প্রায় সবকিছুর সাথেই আমি একমত, কেবল একটা জিনিষ ছাড়া। বাঙালী ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না বা পারবে না - এটা আমি মানতে রাজী নই। ১৯৭১-এ স্বাধীনতার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম। বিদেশে এসে আমরা ঐক্যবদ্ধ যেমন হয়েছি, তেমনি বিভেদগ্রস্ত ও হয়েছি। এর কারণ উদঘাটন করতে গেলে আমাদের জাতিগত চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে শুরু করে আমাদের ঈর্ষা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, আত্মমুগ্ধতা, আত্মাভিমান, ছলচাতুরি, স্বার্থপরতা, ছোটলোকি স্বভাব, এরকমের হাজার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। হঠাৎ করে আমাদের বাঙালীরা এসকল দোষক্রটির উর্দ্ধে উঠে যাবে এরকম আশা করা যেমন ঠিক নয়, তেমনি ঠিক নয় নিরাশ হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকা। Shakespeare বলেছিলেন -

"Our remedies oft in ourselves do lie
Which we ascribe to heaven: the fated sky
Gives us free scope; only doth backward pull
Our slow designs when we ourselves are dull."

এরকমের একটা চিন্তা থেকে আমি আর আমার কয়জন বন্ধু মিলে একটা সমাধান খুঁজতে শুরু করি। প্রথমেই আমরা তলিয়ে দেখতে শুরু করি এদেশীয়রা ঐক্যবদ্ধ থাকে কি করে। American Constitution, Citizen Participation Group, Professional Organization ইত্যাদি নিয়ে বেশ পড়াশোনা করে আমরা পৌছুঁতে চেষ্টা করি কিছু Fundamental Principles এ। আমাদের লক্ষ্য ছিল রাশি রাশি সূক্ষ্ম নিয়মকানুন তৈরী নয়। বরঞ্চ, এমন কিছু গাইডলাইন তৈরী করা যেটা বাঙালীর বিভেদপ্রবণতাকে কার্যকরভাবে দমাতে পারবে। বলতে পারেন আমরা খুঁজছিলাম একটা ইঞ্জিনিয়ারিং সমাধান। "

জালাল ভাই অধৈর্য হয়ে বললেন-"তা' আপনার সমাধানটা কি?"

নাসের সাহেব আবার বলতে শুরু করলেন-"আমরা অবাক হয়ে আবিস্কার করলাম যে দুশত বছর আগে লেখা American Constitution এর কিছু Fundamental Principles এদের সমাজকর্মে ও ঐক্যবদ্ধতায় অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। যেমন ধরুন Principles of Separation of Powers, Separation of Church and State, Checks and Balances, Freedom of Expression, Transparency ইত্যাদি মূলনীতি বহুদিনের চর্চায় এদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। ফলে এদের সামাজিক আদানপ্রদানে বা সংঘবদ্ধতায় বিভেদের বীজ অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়; মতভিন্নতাকে সাথে নিয়েই এরা একত্রে কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে।"

জালাল ভাই নাসের সাহেবকে থামিয়ে দিয়ে বললেন-"এ সবের সাথে বাঙালীর ঐক্যবদ্ধতার কি সম্পর্ক ", তার গলায় স্পষ্ট উত্তেজনা।

নীলিম ভাবী একটু ঝুঁকে বসলেন টেবিলের দিকে, মনে হল তিনি খুব আগ্রহের সাথে শুনছেন সব কথা। নাসের সাহেব আবার বলতে শুরু করলেন - "আমরা পাচঁটা Principles তৈরী করেছি বাঙালীদের জন্য। শুধু তৈরী নয়, আমেরিকার দু'টো শহরে এ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে আমরা অভূতপূর্ব সাফল্যও লাভ করেছি। সেই Principles গুলো হল - Separation of Interests; No Anonymity; Freedom of Organization; Transparency and Openness; Self Regulation। প্রথম ধরা যাক - Separation of Interests; এর মূলকথা হচেছ স্বার্থকে আলাদা রাখতে হবে - যেমন, সংগঠনের সংবিধান বা Bylaws এমন কাউকে দিয়ে লিখাতে হবে যিনি বা তার কোন নিকটাত্নীয় প্রথম তিন বছর সংগঠনের কোন পদ অধিকার করতে পারবেন না। ফলে দেখা যাবে কোন বিশেষ পদকে সংবিধানে বিশেষ ক্ষমতা দেয়া হয়নি। এবং আরো দেখা যাবে যে সংবিধানের ভিতর অনেক Checks and Balances স্থান পেয়েছে। যেমন এক জায়গায় এখন সংগঠন চালানো হচ্ছে বহুসংখ্যক কর্মকর্তার বদলে পাঁচ সদস্যের বোর্ড অব ডিরেক্টর্‌স্ দিয়ে। যিনি সর্বাধিক ভোট পাবেন তিনি দু'বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী হবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট; বাকী তিনজনকে প্রেসিডেন্ট পদ বন্টন করে দেন। বোর্ড অব ডিরেক্টর্‌স্ অস্থায়ী কমিটি তৈরী করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান চালান। ফলে এই সম্পাদক সেই সম্পাদক নিয়ে দলাদলি বা লাল নীল প্যানেল তৈরী হয় না। শুধু তাই নয়, এ ব্যবস্থায় কেউ কারো বিরুদ্ধেও নির্বাচন করছেন না। ফলে দলাদলি, রেষারেষি, ব্যক্তিগত দ্বন্দ অনেকাংশে কমে যায়। এই নীতির এক্তিয়ারে লিখা সংবিধানে Term Limits, Fixed Election Date, পালাক্রমিক নির্বাচন (আমেরিকান সিনেটের মত) ইত্যাদি জুড়ে দেয়া অনেক সহজ। অর্থাৎ নবজাত সংগঠন আমেরিকান সাংবিধানিক চিন্তাধারার প্রভাবে শুরু থেকেই সুস্থ পথে চলতে থাকে। দুই নম্বর নীতি No Anonymity- এর মূলকথা হচ্ছে বেনামে অন্যের দুর্নাম, মতামত কিংবা পরামর্শ কোন সদস্য গ্রহণ করেন না এবং বার্তাবাহকের গোপনীয়তা রক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকেন না। ফলে নামপ্রকাশ অনিবার্য জেনে বাজে কথা বলার আগে সবাই দুইবার চিন্তা করে। এই নিয়ম গোপন ষড়যন্ত্রকারীদের দমন করে। অনেক জায়গাতেই আমরা দেখেছি একদল লোক নিজের কথা অন্যের অজান্তে অন্য ভদ্রলোকের মুখে বসিয়ে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে। আবার অনেক সময় পেছন থেকে অনেকে অনেক বাজে কথা বলে জটিলতার সৃষ্টি করে অনেক ভাল কাজও পণ্ড করে। তৃতীয় নীতি- Freedom of Organization মানে হলো একটি সংগঠন গঠিত হয়ে গেলেও অন্য কেউ ঐ সংগঠনের sponsorship ছাড়া যে কোন অনুষ্ঠান organize করতে পারবেন। এমনকি একই রকমের আরেকটা সংগঠন তৈরী করলেও তাদেরকে বিভেদসৃষ্টিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। কেননা আগে আস্‌লে আগে পাবেন ভিত্তিতে অর্জিত সাংগঠনিক Monopoly উচুঁমানের কাজের বদলে নিচুঁমানের কাজ, কথা চালাচালি, ও দলাদলিকে প্রশয় দেয়। এই নীতির এক্তিয়ারে মানুষ বিকল্প খুঁজে নিতে পারে সুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। Market Competition এর প্রতি ঘোষিত এই আস্থা সমালোচকদের দমিয়ে কাজের লোকদের উৎসাহিত করে। ফলে দলাদলি মারামারি না করে কাজের মাধ্যমে মানুষ পরিবর্তন আনতে পারে। চতুর্থতঃ Transparency and Openness মানে সকল সভা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে, কোন গোপন সভা হবে না, সময়মত নোটিশ দেয়া হবে, সকল রেকর্ড ও কাগজপত্র সব সদস্যের দেখার অধিকার থাকবে, বিতর্কিত বিষয় নিয়ে ভদ্রভাবে সবাই খোলাখুলি আলোচনা করবেন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ Principle হচ্ছে Self Regulation,- নিজেদের নিজেরা নিয়ন্ত্রণ। সংগঠনের প্রত্যেক সদস্য একটা Code of Conduct মানার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হন সদস্য হবার সময়। একটি তিন বা পাঁচ সদস্যের নির্বাচিত Community Council থাকে যারা নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করেন। কোন সদস্য বা কর্মকর্তা Code of Conduct লংঘন করলে বা বিশৃংখলা সৃষ্টি করলে এই Council তাদেরকে প্রকাশ্য সতর্কীকরণের বা সদস্যপদ renew না করার সুপারিশ করেন। ফলে সকলেই ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করতে আগ্রহী হোন। আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে এরকম Principles লিখিতভাবে ঘোষণা দিয়ে গ্রহণ করলে সবার মধ্যে একটা ভালো পরিবর্তন আসে। সবাই নিজের ভালো দিকটা প্রকাশ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কেননা সামাজিক সৌজন্যবোধের Standard, Expectation, ও Performance তিনটাই তখন বেড়ে যায়। নাসের সাহেব থামলেন।

জালাল ভাই আপত্তি তোলার আগেই নীলিম ভাবী মুগ্ধ বিস্ময়ে বললেন - "চমৎকার আইডিয়া। কোথায় পেলেন আপনারা"। জালাল ভাই কিছু বলতে যেয়েও চুপ করে গেলেন নীরার সাথে চোখাচোখি হতেই।

নাসের সাহেব বললেন "আইডিয়াটা পেয়েছি এ বছরের অস্কার পুরস্কারপ্রাপ্ত সেরা ছবি A Beautiful Mind থেকে। নোবেল বিজয়ী প্রফেসর John Nash এর জীবনের ঘটনাবলী নিয়ে তৈরী ছবিতে দেয়া Nash Equilibrium Theory র চমৎকার সিনেমাটিক ব্যাখ্যা আমাকে মুগ্ধ

৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

আড্ডা ...   ৪ পৃষ্ঠার পর

করে। একটি দৃশ্যে দেখা যায় John Nash আড্ডা দিচ্ছে আরো কিছু পুরুষ বন্ধুর সাথে। এমন সময় সেখানে আসে একদল মেয়ে যাদের কেবল একজন ব-ন্ড। ছেলেরা সবাই উদগ্রীব হয়ে উঠে ব-ন্ড মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণে। John Nash এর মাথায় তখন খেলে যায় যুগান্তকারী তত্ত্ব , যেটা বদলে দেয় পৃথিবীজোড়া অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রণনীতি সংক্রান্ত চিন্তাধারা। পাঁচটা ছেলের সবাই যদি অন্যান্য মেয়েগুলোকে উপেক্ষা করে ব-ন্ড মেয়েটির সাথে ভাব জমানোর প্রতিযোগিতায় নামে, তাহলে একে অপরকে ধ্বংস করে কেউই জয়ী হবে না। পরবর্তীতে অন্য মেয়েগুলোও তাদের সাথে ভাব জমাতে রাজী হবে না পূর্ব অপমানের জের ধরে। অথচ সবাই যদি ব-ন্ড মেয়েটিকে উপেক্ষা করে অন্য মেয়েগুলোর সাথে ভাব জমানোর চেষ্ঠা করে তাহলে সবারই সফলতা লাভের সম্ভাবনা বেশী। ব-ন্ড মেয়েটি এখানে একক কৃতিত্বের রূপক, বাঙালীদের অনুসংগে বলা যায় একনায়কত্বের ছায়া। Zero Sum Game এর এই প্রতিযোগিতামূলক কাঠামো থেকে Coopera-tive Game এর সহযোগিতামূলক কাঠামো Nash Equilibrium Theory র উপর ভিত্তি করেই জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। ১৯৯৪ সালে John Nash অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান একুশ বছর বয়সে লিখা তার সাতাশ পৃষ্ঠার Ph. D. থিসিসের জন্য। ছবিটি দেখার পর মাথায় ঘুর ঘুর করতে থাকে কি করে প্রবাসী বাঙালীর ঐক্যবদ্ধতার একটি ভারসাম্য তত্ত্ব (Equilibrium Theory) তৈরী করা যায় যেটা আমাদেরকে Win/Lose মানসিকতার পাতালগামী রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে Win/Win মানসিকতার উর্ধগামী রাস্তায়। সেই চিন্তা থেকে বের হয়ে আসে এই পাঁচটা Principles, যার প্রায়োগিক ব্যবহার থেকে আমরা সফলতারও নিদর্শন পাচ্ছি।”

কারো মুখে কোন কথা নেই। জালাল ভাই একেবারে চুপ। এরকম তর্কের মুখোমুখি যে অনেকদিন হননি তিনি সেটা বুঝা গেল। নীরা পরিস্থিতি হালকা করার জন্য জিজ্ঞেস করল -”তা, আপনার এই তত্ত্বের নাম কি আপনার নামে ’নাসের ভারসাম্য তত্ত্ব’ ”।

নাসের সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন, জবাব দিলেন - ” আমরা এই তত্ত্বের নাম দিয়েছি আমাদের এক বন্ধু ও বন্ধুস্ত্রীর নামের আদ্যক্ষর দিয়ে “S-L Equilibrium Theory” , কেননা আমাদের এই তত্ত্ব তৈরী করতে তাদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে তারা আমাদের টিমকে Fundamental Principles গুলো খুঁজে পেতে সাহায্য করেছেন।”

ছোটমেয়ে তামাজ্জের ঘুমভাঙা কান্না নীরাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল গতরাত্রের পার্টি থেকে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তামাজ্জে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। বিছানা থেকে উঠতে উঠতে নীরা ভাবলো মামুনের সাথে আলোচনা করতে হবে নাসের সাহেবের দেয়া “S-L Equilibrium Theory” নিয়ে। মামুন নিশ্চয় কিছু কঠিন প্রশ্ন তুলবে। কিন্তু একই সাথে সমাধান দিয়ে জুড়ে দিবে নতুন কিছু আইডিয়া, যা এই থিওরীকে আরো মজবুত করবে। হাত মুখ ধুয়ে এক কাপ চা বানালো নীরা। তারপর ঘুমন্ত মেয়েদুটোর কপালে চারটে চুমো দিয়ে ফোনের রিসিভারটা হাতে নিল। ❑

ক্রমশঃ

সাক্রামেন্টো, ক্যালিফোর্ণিয়া।